

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৫, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৫ নভেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৪(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১০-৮-১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৪-১১-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৫৪ নং অধ্যাদেশ

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ)  
সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

( ৯০৮৭ )

মূল্য ৪ টাকা ২.০০

২। ২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশের ধারা ২ এর সংশোধন।—স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (২৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(২৬) “লাভজনক পদ (Office of Profit)” অর্থ প্রজাতন্ত্র কিংবা সরকারি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা সরকারি মালিকানাধীন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বা তদূর্ধ্ব শেয়ারভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে সার্বক্ষণিক বেতনভুক্ত পদ বা অবস্থান;”।

৩। ২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশের ধারা ৫ এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর “সাময়িকভাবে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি” শব্দগুলির পরিবর্তে “পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঢ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(ঢ) নির্বাচনের দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ এবং অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আচরণ বিধি ভঙ্গের দণ্ড;”;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এর ক্ষেত্রে বিধিতে বর্ণিত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত বিধান করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ অনূন্য ছয় মাস এবং অনধিক সাত বৎসর এবং আচরণ বিধির কোন বিধান লংঘনের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ অনধিক ছয় মাস অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে।”।

৫। ২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশের ধারা ১৭ এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৪) কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না।”।

তারিখঃ ২৪-১১-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ  
১০-৮-১৪১৫ বঙ্গাব্দ ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ  
রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল  
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।  
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,  
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd.